দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 12 MAR 2017
পৃষ্ঠা ...৩...৬ কলাম..... ৬......

বকশীগঞ্জ সরকারি কলেজে আট বিষয়ে পাঠদান হয় না

■ এম.শাহীন আল আমীন, বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা

শিক্ষকের অভাবে বকশীগঞ্জে সরকারি কিয়ামত উল্ল্যাহ (কে.ইউ কলেজ) কলেজে রসায়ন, পদার্থ, গণিত, জীব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, কৃষি বিজ্ঞান, আইসিটিসহ ৮ বিষয়ে পাঠদান হয় না। ফলে দেড় হাজার শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে একাদশ, দ্বাদশ ও স্নাতক পাস কোর্সের দুই হাজার ৮শ ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ২৩টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র আটজন। এর মধ্যে বাংলা দুইজন, ইসলামের ইতিহাস, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, দর্শন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে একজন করে শিক্ষক রয়েছে। ইংরেজি বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। রসায়ন, পদার্থ, গণিত, জীব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, কৃষি বিজ্ঞান, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৫ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষক না থাকায় নিয়মিত পাঠদান হয় না। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যক্ষ অধিকাংশ সময় অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকেন। নানা কাজে দুই/একজন শিক্ষক ছুটিতে বা সরকারি-বেসরকারি কাজে কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। তাই গড়ে প্রতিদিন চার/পাঁচজনের বেশি শিক্ষক ক্লাস নিতে পারেন না।

দেড় হাজার শিক্ষার্থী বিপাকে

আবার যে সকল বিষয়ে শিক্ষক আছে তারাও পেশায় নতুন। অধিকাংশ শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই। ফলে এ অঞ্চলের প্রাচীনতম উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপিঠ বকশীগঞ্জ সরকারি কিয়ামত উল্ল্যাহ (কে.ইউ কলেজ) কলেজে গুণগত পাঠদান নানাভাবে বিঘ্নিত হয়।

১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আমলে কলেজটি প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার জাতীয়করণ করেন। বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, রৌমারি ও রাজিবপুর উপজেলার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম বকশীগঞ্জ সরকারি কে. ইউ ডিগ্রি কলেজ। তাই উচ্চ শিক্ষার আশায় এই কলেজেই ভর্তি হয়ে থাকে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়া লেখার বিঘ্ন ঘটছে। ফলে পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় ঘটছে। বিশেষ করে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হচ্ছে অধিক পরিমাণে।

এ ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন জানান, বিভাগ ভিত্তিক শিক্ষক সংকটের সমাধান না হলে কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব না। এই সমস্যার সমাধান দিতে হলে শূন্য পদে শিক্ষক দিতে হবে এবং নতুন পদ সৃষ্টি করে অতিরিক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করলেই কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান জানান, কলেজের শিক্ষক সমস্যাসহ নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলমান রয়েছে।

শিক্ষক সংকট বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পরিতোষ চন্দ্র দাস জানান, স্থানীয় এমপি আবুল কালাম আজাদের ডিও লেটার নিয়ে শিক্ষকের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ডিজির কাছে চাহিদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাড়া মিলেনি। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সিনিয়র নেতারাও বিষয়টি জানেন।

জামালপুরের জেলা প্রশাসক শাহাবুদ্দিন খান জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক সমস্যা সমাধানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আগামী বিসিএস পরীক্ষা শেষ হলে শিক্ষক পাওয়া যাবে।